إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

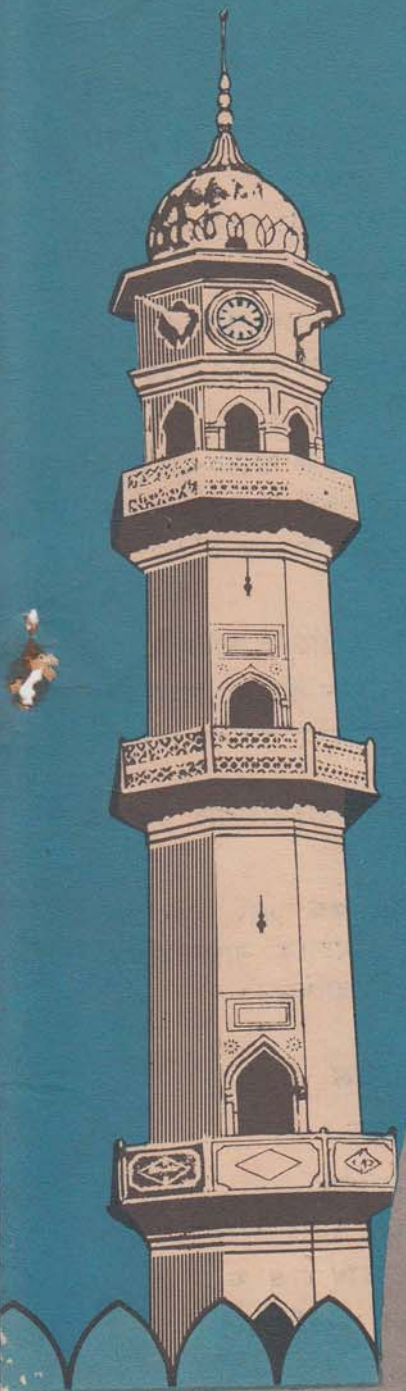

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

৩রা জেলকদ, ১৪০৭ হিঃ ॥ ১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাংলা ॥ ৩০শে জুন ১৯৮৭ইং ॥

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪১ বর্ষ
৩০শে জুন ১৯৮৭
৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হিজ্‌র ১৪ তম পারা ৬ষ্ঠ রুকু	মূল : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুমুআ'র খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
* সংবাদ :		১৭
* জুমুআ'র খোৎবা সারসংক্ষেপ :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২৮

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' আইঃ আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুযুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

'আহমদী'-এর অত্র সংখ্যার ভ্রম সংশোধন

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২২	ছাদউল্লাহ	ছানাউল্লাহ
৮	২	তাঁহার আলেমরা	তাঁহার যুগের আলেমরা
৯	১৯/২০	মনোযোগ ও	মনোযোগ দাও ও
১৩	৭	বিধবা ও প্রতিমাদের	বিধবা ও এতিমদের
১৩	১৩	ক্লেশ	ক্লেদ
১৪	১৯	যুবকদের	মুকদের
১৬	৪/৫	ইসলামের সবচাইতে	ইসলামের বিরুদ্ধে সবচাইতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩০শে জুন ১৯৮৭ইং : ৩০শে ইহসান ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ১৫ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

সূরা হিজ্‌র—১৫

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকূ' আছে]

১৪ তম পারা

৮১। এবং হিজ্‌রবাসীগণও আমাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা ঐগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড়ে গৃহ খনন করিত।

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিশ্রুত) এক বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল।

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

৮৬। এবং আমরা আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হক্‌ ও হিকমতের সহিত ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই ; এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, সুতরাং তুমি ক্ষমা কর, উত্তম ক্ষমা।

৮৭। নিশ্চয় তোমার রাব্ব্‌ মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত-আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সম্ভোগের যে উপকরণ সমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে সম্প্রসারিত করিও না এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না ; এবং মুমিনদের প্রতি তোমার (মমতার) বাহু ঝুঁকাইয়া রাখ।

৯০। এবং তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

(অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

রাসূল বা খলীফার কথার মর্যাদা দেওয়ার গুরুত্ব

১। হযরত এমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত, বনী তমীম গোত্রের কিছু লোক রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের হেদায়াত লাভে আনন্দিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়া তাহাদিগকে হেদায়াতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকার শর্তে ইহকাল ও পরকালের সফলতা ও কল্যাণ লাভের শুভসংবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, 'হে বনী তমীম। তোমরা আনন্দিত হও।' ইহা শুনিয়া তাহারা সুসংবাদকে কোন গুরুত্ব না দিয়া বলিল যে, 'আপনি আমাদিকে সুসংবাদ ত দিয়াছেন, কিন্তু কিছু ধন-সম্পদও দান করুন।' শুভ-সংবাদের এই অমর্যাদার জন্য হযরত রাসূল করীম (সাঃ) মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ইয়ামন হইতে কিছু লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ইয়ামন বাসীগণ! তোমরা এই শুভ-সংবাদকে গ্রহণ কর, যাহা বনী তমীম গ্রহণ করে নাই।" তাঁহারা বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আন্তরিকভাবে ইহা গ্রহণ করিলাম।" ইহা শুনিয়া হযরত রাসূল করীম (সাঃ) সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির রেখা দূর হইয়া গেল।" (বোখারী)।

২। হযরত জুন্দব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্য পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার গোপন দোষ-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিবেন। এবং যে ব্যক্তি মানুষকে যাতনা দেয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে যাতনায় নিক্ষেপ করিবেন।" সাহাবাগণ আরও বলিলেন, "আমাদের আরও কিছু উপদেশ দান করুন।" তখন হযরত রাসূল করীম (সাঃ) বলিলেন, "মানুষের দেহের যে অংশে প্রথম গলন ও পঁচন সৃষ্টি হয় তাহা হইল তাহার পেট। সুতরাং যাহার পবিত্র জিনিস খাওয়ার সামর্থ্য আছে, তাহার তাই করা উচিত। এবং যে ব্যক্তি চাহে যে, তাহার জান্নাতের পথে অন্যায়মূলক এক অঞ্জলী রক্তও যেন প্রতিবন্ধক না হয়, তাহার তাই করা উচিত অর্থাৎ সে যেন অন্যায় রক্তপাত না করে।" (বোখারী)

৩। হযরত এরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত রাসূল করীম (সাঃ) অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ওয়ায এরশাদ করিলেন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল এবং অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল। আমরা সবিনয়ে বলিলাম যে, "হে আল্লাহর রাসূল! ইহাতো অন্তিম মুহূর্ত্তের ওয়াজ বলিয়া মনে হইতেছে, আপনি আমাদের কিছু বিশেষ আদেশ-উপদেশ প্রদান করুন।" তিনি বলিলেন যে, "আমি তোমাদিগকে

আল্লাহতা'লার তাকওয়া অবলম্বন এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পালনের জন্য ওসিয়ত করিতেছি, তোমাদের উপর কোন কাফ্রী দাসও যদি আমীর নিযুক্ত হন, তথাপি আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অটুট রাখিবে)। তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা বহু বড় বড় মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করিবে। তোমাদের কর্তব্য, আমার এবং আল্লাহর হেদায়েতে প্রতিষ্ঠিত সুপথ-দ্রষ্টা খলীফাগণের আদর্শ অনুসরণ করা, উহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরা, এমন কি যদি দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে হইলেও ধরিয়া রাখা। ধর্মের ব্যাপারে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে। কেননা উহা মানুষকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে।" (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি এবং তোমাদের প্রতি কোন নির্দেশ না দেই, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া দিবে অর্থাৎ আমার কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। কেননা, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক এজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের নবীগণের নিকট অধিক প্রশ্ন করিত। কিন্তু যখন তাহাদিগকে প্রতিউত্তরে নির্দেশ দেওয়া হইত, তখন তাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিত; সুতরাং যখন আমি নিজে তোমাদিগকে কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তোমরা তাহা হইতে বিরত থাকিবে, এবং যে বিষয় পালন করিতে আদেশ দেই, উহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

সংকলন ও অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(তফসীরে সগীরের অবশিষ্টাংশ ঃ ১ম পাতার পর)

৯১। এইজন্য যে, আমরা সেই সকল লোকের উপর (আযাব) নাযিল (করার ফয়সালা) করিয়াছি। যাহারা (হে রাসূল! তোমার বিরুদ্ধে) নিজেদের মধ্যে (দায়িত্ব) ভাগ করিয়া লইয়াছিল;

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

৯৩। অতএব তোমার রাব্বের কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব;

৯৪। সেই সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধে যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

৯৫। অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি লোকদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।

৯৬। নিশ্চয় আমরা বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট—

৯৭। যাহারা আল্লাহর সংগে আরও মা'বূদ স্থির করিয়াছে, অতএব তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

৯৮। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তঃকরণ সংকুচিত হইতেছে।

৯৯। অতএব তুমি তোমার রাব্বের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১০০। এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার রাব্বের 'ইবাদত করিতে থাক'।

৬ রুকূ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"আল্লাহ্ তা'য়ালা ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইয়া দিবেন"

"আমাদের জামাতের অধিকাংশ লোক গরীব, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে, গরীব ব্যক্তিদের জামাত হওয়া সত্ত্বেও আমি দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা এবং সহানুভূতি রহিয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রয়োজন ও অভাবকে উপলব্ধি করতঃ যথাসাধ্য তাহার জন্য শক্তি সামর্থ ও অর্থ ব্যয়ে কোন ত্রুটি করে না। আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল ও অনুগ্রহ থাকিলেই কার্য্য সাধিত হয় এবং আমরা ত তাঁহার ফযলেরই প্রত্যাশী। যেভাবে একটি তুফান নিকটে অগ্রসর হইলে মানুষ চিন্তান্বিত হইয়া উঠে যে, ইহা তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তেমনিভাবে ইসলামের উপর তুফান আসিতেছে। বিরুদ্ধবাদীগণ সর্বক্ষণ এ চেষ্টায় নিয়োজিত যে, ইসলাম যেন ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামকে এই আক্রমণ সমূহ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তিনি এই তুফানের মধ্যে ইসলামের তরীকে নিরাপত্তার তীরে ভিড়াইয়া দিবেন। নবীদিগের জীবনের ঘটনাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে, যখন তাঁহারা আসন্ন বিপদাবলী দেখিতেন তখন তাঁহাদের জন্য ইহা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিত না যে, তাঁহারা রাত্রিকালে উঠিয়া উঠিয়া দোওয়া করিতেন। কওম صم بكم (আধ্যাত্মিক মূক ও বধির) হইয়া থাকিত। তাহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিত না, বরং নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিত। সেই সময় রাত্রিকালের দোওয়াই কার্যকর হইয়া থাকিত। এখনও তাহাই একমাত্র অবলম্বন। ইসলামের অবস্থা দুর্বল এবং ইহার একান্ত প্রয়োজন যে, উহার সংস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা।.....সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বরকত-যুক্ত এবং সৌভাগ্যশালী যাহার অন্তর পবিত্র এবং আল্লাহতায়ালার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য আগ্রহান্বিত। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে অন্যান্যদিগের উপর অগ্রগণ্য করেন। ইহা খুব মনে রাখিবে যে, রূহানীয়ত (আধ্যাত্মিকতা) কখনও উর্ধগমন লাভ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর পবিত্র না হয়। যখন অন্তরে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার সৃষ্টি হয়, তখন উহার মধ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এক বিশেষ শক্তির সঞ্চার হয়। অতঃপর তাহার জন্য সমস্ত প্রকার উপকরণের উদ্ভব হয়, যদ্বারা সে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে।"

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[এই "খোৎবার পূর্বাংশে হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে জেহাদ রহিত করণের অভিযোগ সরাসরিভাবে একটি ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। তিনি (আঃ) জেহাদকে নয়, বরং জেহাদের অনৈসলামিক ধারনাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়া ইহাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। হুযূর আকদাস (আইঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে জেহাদ রহিত করনের ভিত্তিহীন অভিযোগের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন এবং এই অভিযোগের অযৌক্তিকতা নিশ্চিতভাবে খণ্ডন করেন—অনুবাদক]।

অতঃপর হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ

মুসলমান নেতারা ইংরেজদের প্রতি একান্ত ভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন ঃ

বস্তুতঃ আহমদীয়াতের বর্তমান যুগের শত্রুদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ উপরোক্ত কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এডভোকেট মালেক মোহাম্মদ জাফর সাহেব 'আহমদীয়া তাহরিক' (আহমদীয়া আন্দোলন) নামে একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখেন ঃ

"মির্যা সাহেবের যুগে তাঁহার খ্যাতনামা ও শক্তিশালী বিরুদ্ধবাদীগণ, যেমন মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, পীর মেহের আলী শাহ গোলড়াবী, মৌলবী ছাদউল্লাহ সাহেব এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান—ইহারা সকলেই ইংরেজদের প্রতি তেমনিভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন যেমনভাবে মির্যা সাহেব বিশ্বস্ত ছিলেন। এই কারণেই এই যুগে মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল বই পুস্তক লেখা হইয়াছে, এই গুলিতে এই কথার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, মির্যা সাহেব তাঁহার শিক্ষা দীক্ষায় দাসত্বের উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য তাকিদ করিয়াছে।" (পৃষ্ঠা ২৪৩, লাহোরের সিন্দ সাগর একাডেমী কর্তৃক মুদ্রিত)

সুতরাং কোন কোন বিরুদ্ধবাদীও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, মুসলমান আলেমদের উপর দুটি যুগ আসিয়াছে। একটি যুগ ছিল ইংরেজদের শাসনের যুগ এবং অন্য

যুগটি হইল ইহার পরের যুগ। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের যুগের আলেমরা অন্য কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করিতেন। অর্থাৎ সকল আলেম জেহাদ সম্বন্ধে ঐ বক্তব্যই উপস্থাপন করিতেন, যাহা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম উপস্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু আজ আলেমদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ ইহারা পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছে। যাহাহউক, সূত্র ও উদ্‌ধৃতিতো অনেক রহিয়াছে। কিন্তু এখন আমি কোন কোন তাজা উদ্ধৃতি দিয়া জেহাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম' হওয়া সম্বন্ধে ফত্‌ওয়া ঃ

সুরেশ কাশ্মিরী সাহেব, যিনি আহমদীদের কঠোর শত্রুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি "সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ্‌ বোখারী" নামক পুস্তকের ১৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন যে ঃ—

"মক্কা মোয়ায্‌যমার হানাফী মুফতী জামানায়ে-দীন ইবনে আবদুল্লাহ শেখ উমর, মক্কা মোয়ায্‌যমার শাফী মুফতি আহমদ বিন জেহেনী এবং মক্কার মালেকী মুফতি হোসাইন বিন ইব্রাহিমের নিকট হইতেও ফত্‌ওয়া আনা হইয়াছিল। এই সকল ফতুয়ায় ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল।"

তাহা হইলে আর কোন্‌ কথা বাকী রহিয়া গেল। আর কোথাকার মৌলবীকে বলিতে হইবে? মৌলবী মওদুদী "হকিকতে জেহাদ" (অর্থাৎ জেহাদের তাৎপর্য) নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং তিনি তাহার আরো কোন কোন পুস্তকেও জেহাদ সম্বন্ধেও এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা কোন কাণ্ড-জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমান ধারনাও করিতে পারে না যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ হইতে জেহাদ সম্বন্ধে এইরূপ জালেমানা চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ হইতে পারে। জেহাদ সম্বন্ধে কট্টর দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারী আজ মৌলবী মওদুদীই রহিয়াছেন (অর্থাৎ তিনিতো নিজে মারা গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে তাহার ফেরকা তাহার কথা মানিতেছে)। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মৌলবী মওদুদী তাহার পুস্তক "সুদ" প্রথম খণ্ডে এই বিষয় সম্বন্ধে বলেন ঃ—

"ভারতবর্ষ ঐ সময় নিঃসন্দেহে 'দারুল হরব' (যেখানে তলোয়ারের যুদ্ধ জায়েজ) ছিল", (তিনি ইহাকে 'দারুল ইসলাম' বলেন নাই। কোন্‌ সময় ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' ছিল?) "যখন ইংরেজ সরকার এখানে ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।"

(আহমদীয়া জামাতের শিক্ষাও অবিকল ইহাই যে, যখন কোন বহিরাগত প্রথমে আক্রমণ করে তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, নিজেদের মান ইজ্জত রক্ষা কর, নিজেদের ধন-সম্পদ রক্ষা কর, নিজেদের ধর্ম রক্ষা কর এবং যদি এক একটি শিশুও টুকরা টুকরা হইয়া মরিয়া যায়, তবুও তোমরা আত্মসমর্পন করিবে না। এই সময়টা হইল 'দারুল হরব'

(যখন তলোয়ারের যুদ্ধ ফরয)। এই সময় প্রত্যেক প্রকারের প্রতিরক্ষাকে ইসলামী জেহাদ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মৌলবী মওদূদীও এই কথাই বলিতেছিলেন)।

"ঐ সময় মুসলমানদের উপর ফরয ছিল যে তাহারা ইসলামী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে অথবা ইহাতে ব্যর্থ হইলে এ স্থান হইতে হিজরত করে। কিন্তু যখন তাহারা পরাজিত হইয়া গেল এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং মুসলমানেরা নিজেদের 'পারসোনাল ল' আমল করার স্বাধীনতাসহ এস্থানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, তখন এই দেশ 'দারুল হরব' রহিল না।" (সুদ, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮ টিকা, জামাতে ইসলামী, লাহোরের গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত)

আল্লাহর দিকে আহ্বানও জেহাদের অন্তর্ভুক্তঃ

শাহ ফয়সল ১৩৮৫ হিজরীতে হজ্ব উপলক্ষে মক্কা মুকাররমায় রাবেতা আলমে ইসলামীর ইজতেমায় (সম্মেলনে) বলেন :—

"হে সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদেব সকলকে 'জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য জেহাদের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। জেহাদ কেবলমাত্র বন্দুক উঁচানো বা তলোয়ার চালানোর নাম নহে। বরং আল্লাহর কেতাব এবং রাসূল মকবুল (সাঃ)-এর সুন্নতের প্রতি আহ্বান করা, এইগুলির উপর আমল করা এবং সকল প্রকার মুস্কিল ও অসুবিধা এবং কষ্ট সত্বেও সুদৃঢ়রূপে ইহার উপর কায়েম থাকার নাম হইল জেহাদ।" (উম্মুল কোরা, মক্কা মোয়ায্‌যমা, ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৫ ইং)

শান্তিপূর্ণ শাসনে অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপ নিষিদ্ধঃ

অতঃপর তিনি আরো বলেন :—

'তাহাদের (অর্থাৎ অমুসলিম শাসনাধীন মুসলমানদের) উপর ধর্মের যে সকল সেবা ও আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশাবলীর আজ্ঞানুবর্তীতা করা কর্তব্য, ঐগুলি তাহাদের পালন করা উচিত। আমি এই সকল ভাইকে কখনো এই কথা কখনো বলিব না যে, তাহারা নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক ও বিদ্রোহ করুক। হাঁ, তাহাদের পারস্পারিকভাবে নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং নিয়তের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার কেতাব ও সুন্নতে নবুবী (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা উচিত। এতদ্‌ব্যতীত যে, সরকার তাহাদিগকে শান্তির নিশ্চয়তা দান করে সেই সরকারের অধীনে তাহাদের শান্তিপূর্ণভাবে বাস করা উচিত। নিজেদের দেশের সরকারী ব্যবস্থাপনা অমান্যকারীরূপে বা অন্তর্ঘাতকরূপে কাজ করা তাহাদের উচিত হইবে না।" (উম্মুল কোরা, মক্কা মোয়ায্‌যমা, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৫ইং)

আহ্‌মদীয়াত দ্বৈততা ও দ্বিমুখী নীতির উর্ধেঃ

সুতরাং আলেমেরা কোথায়, যাহারা হযরত মসীহ্‌ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে জেহাদ অস্বীকারকারী ও রহিতকারী বলিয়া আখ্যায়িত করে এবং তাঁহাকে নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, ইংরেজদের খোশামোদকারী এবং তাহাদেয় স্বার্থে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলিয়া

প্রচার করিয়া বেড়ায়? কিন্তু যে সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, ঐ সকল কথাই তাঁহার আলেমরা ঐ সময় বলিতেছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম যে সকল কথা অন্যদের নিকট বলিতেন সে সকল কথা তিনি আপনজনদের নিকটও বলিতেন এবং যে সকল কথা তিনি ইংরেজদের নিকট বলিতেন, ঐ সকল কথা তিনি নিজের জামাতকেও সম্বোধন করিয়া বলিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে বা জামাতের মধ্যে কোন দ্বৈততা বা দ্বিমুখী নীতি ছিল না। তিনি যে জেহাদের ঘোষণা করিতেন, উহার উপর তিনি কায়েমও থাকিতেন এবং জেহাদের এই ধারণা কেবলমাত্র তাহার মুখের কথা ছিল না। তিনি তাঁহার সারা জীবনকে এই জেহাদ কার্যকর করার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমগ্র জামাতকে ইহারই শিক্ষা দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ আলেমেরা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসাকারী এবং সম্রাজ্ঞীকে রহমতের ছায়ারূপে সাব্যস্ত করার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। এই সকল আলেম যাহাদের নাম আমি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি বা অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী আলেমদের মধ্যে কে আছে, যে নাকি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছাইয়াছে? কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ আলহৈহেস সালাতু ওয়াস সালাম বড় বিক্রমের সহিত খৃষ্টধর্মের সমালোচনা করিয়া এবং ইহাকে একটি মিথ্যা ও মৃতধর্ম সাব্যস্ত করিয়া তদানীন্তন সম্রাজ্ঞী, যাহার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না, তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। একদিকে যেমন তিনি (আঃ) তাঁহার ন্যায় বিচারের প্রশংসা করেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁহাকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যভাবে আমন্ত্রণ জানান।

মসীহ মওউদ (আঃ) খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেনঃ

এখন দেখুন, অন্যান্য আলেমদের কি ভূমিকা ছিল। তাহারা ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' (যেখানে তলোয়ারের যুদ্ধ নিষেধ) ঘোষণা করিতেছিলেন, যখন কিনা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের 'আরেফ-বিল্লাহ' (আল্লাহ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানী) দৃষ্টি ইহাকে 'দারুল ইসলাম' রূপে দেখে নাই, বরং তিনি ইহাকে 'দারুল হরব' (যেখানে তলোয়ারের যুদ্ধ ফরয) মনে করিয়াছেন। কেননা, জেহাদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার ছিল। তিনি জানিতেন জেহাদ কাহাকে বলা হয়। কেননা, যেখানে জেহাদ ফরয, সে-স্থান 'দারুল ইসলাম' হইতে পারে না। সেস্থানতো হইল 'দারুল হরব'। কিন্তু কি অর্থে ইহা 'দারুল হরব'? তিনি স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা দান করেনঃ—

"পাদ্রীদের মোকাবেলায় এই দেশ (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) হইল 'দারুল হরব'। অতএব, আমাদের নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা উচিত নহে। কিন্তু স্মরণ রাখ, আমাদের যুদ্ধ হইবে তাহাদের যুদ্ধের ধরনে। যে ধরণের অস্ত্র লইয়া তাহারা ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছে, ঐ ধরণের অস্ত্র লইয়াই আমাদিগকে বাহির হইতে হইবে এবং ঐ অস্ত্র হইল কলম। এই কারণেই আল্লাহ্‌-তায়ালা এই বিনীত দাসের নাম 'সুলতানুল কলম' (অর্থাৎ লেখনী সম্রাট—অনুবাদক)

রাখিয়াছেন এবং আমার কলমকে 'জুলফিকার আলী' (অর্থাৎ আলীর তলোয়ার—অনুবাদক) আখ্যা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে এই রহস্যই নিহিত রহিয়াছে যে, এই যুগ যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ নহে, বরং ইহা কলমের যুগ। (মালফুজাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)

অতঃপর তিনি (আঃ) সম্মানিতা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"হে সম্মানীতা সম্রাজ্ঞী! আমি অবাক হইতেছি যে, তুমি পরিপূর্ণ আশীষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া সত্বেও ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারী (ইহা কি তোষামোদকারী ভাষা? যদি তোমরা তোষামোদকারী না হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কেন এইরূপ কথা বলার তওফিক লাভ কর নাই?) ..... এবং যেরূপ চিন্তা-ভাবনা ও দূরদর্শীতার দৃষ্টি লইয়া রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা কর, তদ্রূপ দৃষ্টি লইয়া ইসলাম সম্বন্ধে কেন চিন্তা কর না? ঘোর অন্ধকারের পরে এখন যখন সূর্য উদিত হইয়াছে, তখনও কি তুমি দেখিতে পাও না? তুমি জানিয়া রাখ, (আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন) সুনিশ্চিতরূপে ইসলাম ধর্মই সকল জ্যোতির আধার, সকল স্রোতঃস্বিনীর উৎস এবং সকল ফলের উদ্যান। সকল ধর্ম ইহারই অংশ। সুতরাং তুমি ইহার সৌন্দর্য অবলোকন কর এবং ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও, যাহারা ইহা হইতে রেজেক লাভ করিয়া থাকে এবং ইহার বাগান হইতে ফলমূল খাইয়া থাকে। নিশ্চিতভাবে ঐ ধর্মই জীবিত এবং ইহা সকল কল্যাণ ও বরকতের আধার এবং নিদর্শনাবলীর বিকাশস্থল। ইহা পবিত্র কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং যে কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে বা নাফরমানী করে, সে ব্যর্থ ও অকৃত-কার্য হইয়া থাকে। হে সম্মানীতা সম্রাজ্ঞী! পার্থিব পুরস্কারের দিক হইতে খোদা তোমাকে খুব বড় আশীষে ভুষিত করিয়াছেন। সুতরাং এখন তুমি পরকালের বাদশাহীতেও মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি কর এবং তওবা কর এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদার আজ্ঞানুবর্তীতা এখতেয়ার কর যে, নাতো তাঁহার কোন পুত্র আছে এবং নাতো বাদশাহীতে তাঁহার কোন অংশীদার আছে। সুতরাং তুমি তাঁহারই মহিমা ঘোষণা কর। তাঁহাকে ছাড়া তুমি কি উহাদিগকেও উপাস্য বানাইতেছ, যাহারা কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং উহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং যদি তুমি কোন সংশয়ে থাক, তাহা হইলে আস, আমি তোমাকে তাঁহার সত্যতার নিদর্শনাবলী দেখাইতে প্রস্তুত আছি। তিনি সর্বাবস্থায় আমার সহিত রহিয়াছেন। যখন আমি তাঁহাকে ডাকি, তিনি আমার ডাকের উত্তর প্রদান করেন এবং যখন আমি তাঁহার নিকট আহ্বান জানাই তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হন এবং যখন আমি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে সাহায্য করেন। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তিনি সর্বাবস্থায় আমাকে সাহায্য করিবেন এবং আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। সুতরাং তুমি কি পুরস্কার ও শাস্তির দিনের ভয়ে আমার নিদর্শনাবলী ও সত্যতার প্রকাশ দেখিতে পছন্দ করিবে না? হে সম্রাজ্ঞী! তওবা কর, তওবা কর এবং আমার কথা শ্রবণ কর যাহাতে খোদা তোমার ধন-সম্পদ এবং তোমার প্রত্যেক বস্তু, যাহার তুমি মালেক, উহাতে

কল্যাণ ও আশীষ প্রদান করেন এবং তুমি ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও, যাহাদের উপর খোদার রহমতের দৃষ্টি থাকে।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৩০ হইতে ৫৩৩, আরবী ভাষ্যের অনুবাদ)

মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নির্ভীক ইসলামী জেহাদের স্বীকৃতি ঃ

ইহা হইল হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী এবং ইহা হইল তাঁহার (আঃ) জেহাদ সম্পর্কিত মতবাদ এবং ইহা হইল তাঁহার এই মতবাদের উপর আমল ও কার্যকর ভূমিকা। ঐ যুগের কোন ধর্মীয় আলেমের একটি আওয়াজ আপনারা শুনিবেন না, যাহার এতখানি সাহসিকতা ছিল যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে খোশা-মোদের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সম্বোধন করিতে পারিত। সুতরাং 'তওবা কর' কথাটি ঐ যুগের সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর জন্য একটি বোমার তুল্য ছিল। ইহা অতি মহান বাণী এবং তিনি (আঃ) খুব সুস্পষ্ট ভাষায় সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন এবং তাঁহাকে মিথ্যা ধর্ম হইতে তওবা করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন এবং ইসলামের দিকে ডাক দিয়াছেন। ইহাই হইল জেহাদের অনুপ্রেরণা এবং ইহাই হইল জেহাদের ঐ-রুহ্, যাহা অনুধাবন করার ফলশ্রুতিতে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম স্বীয় জামাতকে এক অবিরাম ও চিরস্থায়ী জেহাদের রাস্তায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং আমাদের দিবা-রাত্রি, বরং আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত জেহাদে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শেখ মোহাম্মদ আকরাম সাহেব এই কথা অনুধাবন করিয়া তাহার পুস্তকে লিখেন ঃ--

"পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আহমদীরা.....এই সত্য বুঝিতে পারিয়াছে যে, যদিও আজ ইসলামের রাজনৈতিক পতনের যুগ, কিন্তু খৃষ্টান-শাসিত দেশ সমূহে ধর্ম প্রচারের অনুমতি থাকার দরন মুসলমানেরা এইরূপ একটি সুযোগ লাভ করিয়াছে, যাহা ধর্মের ইতিহাসে অভিনব এবং পরিপূর্ণভাবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।"

(মউজে কাওসার. পৃষ্ঠা ১৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

সাধারণ মুসলমানেরাতো তলোয়ারের যুদ্ধের কল্পিত বিশ্বাসে বিভোর ও আত্মহারা। তাহারা না আমলের জেহাদ করে, না তবলীগের জেহাদ করে। কিন্তু আহমদীরা..... অন্য জেহাদকে অর্থাৎ তবলীগকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে এবং ইহাতে তাহারা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।" (মউজে কাওসার, পৃষ্ঠা-১৭৯)

ছবির দুই দিক—মওদুদীবাদের দ্বিমুখী নীতি ঃ

অবশেষে আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের জেহাদের ধারণা এবং মৌলবী মওদুদী সাহেবের জেহাদের ধারণা সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলিয়া ধরিতেছি। একটি ব্যাপারতো হইল এই যে, এই সকল আলেমের

দুইটি ধারণা রহিয়াছে। ইংরেজ শাসনামলে তাহারা যে সকল কথা বলিত তাহা এক এবং ইংরেজ শাসনের অবসান হইলে তখন তাহারা যে সকল কথা বলে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহাদের সবকিছুতে দুইটি নীতি রহিয়াছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাহারা জেহাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ ধারণা আরোপ করে যে, যে কোন আত্ম-মর্যাদাশীল মুসলমান ইহা শুনিয়া মর্মপীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহাদের জেহাদের ধারণা স্নায়ু-হরণকারী। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করা ও অপবাদ আনয়নের ক্ষেত্রে আজ এই মওদুদী গ্রুপই সর্বাগ্রে রহিয়াছে। কিন্তু আমি মৌলবী মওদুদীর জেহাদের ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাষায় আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরার পূর্বে মেজর আসবারনের পুস্তক **Islam under the Arab rule** (আরব শাসনামলে ইসলাম) এর একটি উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তিনি লিখেন যে, যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দুঃখ-যন্ত্রনা দেওয়া হইতেছিল তখন :—

"তিনি যে সকল নীতির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে ধর্মে কোন জবরদস্তী থাকা উচিত নহে। ..... কিন্তু কৃতকার্যতার নেশা তাঁহার বিবেকের কণ্ঠকে (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক) অনেক পূর্বে নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। ..... তিনি যুদ্ধের একটি সাধারণ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন (যাহার ফল এই হইয়াছিল যে), আরববাসীরা এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার লইয়া ভস্মীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর সমূহের পরিবারগুলির আর্তচিৎকারের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করিয়াছে।"

(পৃষ্ঠা ৪৬, লং ম্যান গ্রীন এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত, লণ্ডন)

ইসলামের বিজয়ের জালেমানা ও অপবিত্র ধারণা :

একজন ইসলাম-দুশমন প্রাচ্যবিদ ইসলামের বিজয়ের কিরূপ জালেমানা এবং কিরূপ অপবিত্র ধারণা উপস্থাপন করিতেছে। এই ধারণাকেই মৌলবী মওদুদী তাঁহার লুকানো ছাপানো কথার মারপ্যাঁচ দ্বারা রেশমী কাপড়ে মোড়াইয়া এবং বাগ্মিতার পর্দায় ঢাকিয়া এইভাবে উপস্থাপন করিতেছেন :—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাইতে থাকেন। মানুষকে বুঝাইবার জন্য যত প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা আছে তাহা অবলম্বন করেন, যুক্তি প্রমান দেন, বাগ্মিতাপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় শিক্ষা দেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে বিস্ময়কর মোজেজা প্রদর্শন করেন। তিনি সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পুণ্যের সেরা আদর্শও পেশ করেন। তিনি সত্য প্রকাশ ও সংস্থাপনের জন্য উপযোগী কোন উপায় বাদ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সত্যতা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বজাতি তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন নাই। সত্য তাহাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছিল যে, যে পথের দিকে

তাহাদের পথ-প্রদর্শক তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে তাহা সরল পথ। এতদসত্বেও কেবল-মাত্র এই বস্তুটিই তাহাদিগকে এই পথ গ্রহণ করিতে বাধা দিতেছিল যে, কুফরের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে তাহারা যে স্বাদ উপভোগ করিতেছিল তাহা বিসর্জন দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। "কিন্তু ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর" (নাযুউবিল্লাহ মিন যালেক, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়াজ-নসিহতে ব্যর্থ হইয়া গেলেন)।

ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা ও মওদুদীর কুৎসাপূর্ণ অশ্রাব্য ভাষণঃ

মৌলবী মওদুদীর কলম হইতে কিরূপ জালেমানা ভীতি-প্রদ কথা বাহির হইতেছে! তিনি কোনরূপ ভয় পাইতেছেন না! তাহার আওয়াজ শুনুন এবং কুরআন করীমের এই আওয়াজও শুনুন, فذكر ان نفعت الذكرى—হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! তুমি নসিহত করিতে থাক। কেননা ইহা নিশ্চিতরূপে সত্য যে তোমার নসিহত ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমার পন্থা ও উপায়ই ভিন্ন। তোমার নসিহতে এরূপ একটি শক্তি আছে, যাহা ব্যর্থতার মুখ দেখিতে পারে না এবং যদি তোমার নসিহত সত্ত্বেও কেহ না মানে, তাহাহইলে আমি তোমাকে জবরদস্তীর অনুমতি দিই না। انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر - الا من تولى و كفر - فيعذبه الله العذاب الاكبر—"তোমার নসিহতে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, ভালবাসা রহিয়াছে। তোমার কথা হৃদয়গ্রাহী। এমনটি হইতেই পারে না যে তোমার কথা, শ্রবণকারীকে প্রভাবান্বিত করিবে না। আমি (অর্থাৎ খোদা) তোমাকে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতেছি। কিন্তু যদি কোন হতভাগ্য ইহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং ইহা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমি তোমাকে জবরদস্তী করার অনুমতি দিই না। আমি তোমাকে দারোগা বানাই নাই, তুমি কেবলমাত্র 'মোজাক্কের' (যিনি বার বার স্মরণ করাইয়া থাকেন) الا من تولى و كفر অতঃপর যে কেহ অস্বীকার করিবে আমি তাহাকে পাকড়াও করিব এবং শাস্তি দিব।" ইহাতো আল্লাহ্‌র কালাম। কিন্তু উহা হইল মওদুদীর কালাম, যিনি এই কথা বলিতেছেন যে:—

"কিন্তু ওয়াজ নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বায়ক তলোয়ার হাতে লইলেন এবং الا كل ما ثرة اودم او مال يدى فهو تحت قدمى هاتين—

[ইহার অনুবাদ হইল এই যে, 'সাবধান! সকল প্রকার ভেদাভেদ এবং রক্তপাত ও ধনসম্পদ যাহার দিকে আহ্বান জানান হইত, অর্থাৎ যাহার দরূন যুদ্ধের দিকে ডাকা হইত, ঐগুলি আজ আমার পায়ের নীচে অবস্থিত।' আপনারা জানেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই ঘোষণা কখন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি (সাঃ) এই ঘোষণা বিদায় হজ্ব উপলক্ষে প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহার শেষ ঘোষণা ছিল। সুতরাং দেখুন, কিভাবে কথাকে বিকৃত করা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব যে একজন ধর্মীয় আলেমের এই কথা জানা নাই যে এই ঘোষণা কোন্ উপলক্ষে করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি (অর্থাৎ মওদুদী সাহেব —অনুবাদক) কোন্ যুগে লইয়া গিয়া ইহাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করিতেছেন।]

"ঘোষণা করিয়া সকল আভিজাত্যগত পার্থক্যের সমাপ্তি টানিলেন। তিনি (সাঃ) সম্মান ও ক্ষমতার সকল প্রচলিত প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, দেশে একটি সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার কায়েম করিলেন, নৈতিক আইনসমূহকে বলপূর্বক প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল অপরাধ ও পাপের স্বাধীনতাকে ছিনাইয়া লইলেন, যাহার স্বাদ তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঐ শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন, যাহা নৈতিক গুণাবলী এবং মানবিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের জন্য সর্বদা অপরিহার্য্য।"

এই কথাটিকে আস্‌বারণ এই ভাবে বলেন যে, "বিধবা ও প্রতিমাদের আর্তচিৎকারের মধ্যে তিনি (সাঃ) নিজ ধর্ম প্রচার করেন। ইহার পরতো ক্রন্দনরত ও চিৎকাররত লোকদের কোন এক সময় ঘুম আসিয়া যায়।"

ইহার নাম মওদুদী সাহেব রাখিয়াছেন "স্বস্তি" (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীর কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে)। বস্তুতঃ মওদুদী সাহেব ইহার পর আরো লিখেন :—

"তিনি (সাঃ) তলোয়ার হাতে লওয়ার পর মানুষের মন হইতে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল। তাহাদের প্রকৃতি হইতে আপনা-আপনি ক্লেশ দূর হইয়া গেল। তাহাদের মনের গ্লানি পরিস্কার হইয়া গেল।"

তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদের ধারণা ঃ

পবিত্রকরণ শক্তি, বুঝানো-সুঝানো, আলোচনা, দোওয়া—এইগুলি যখন প্রভাব সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক) তখন মওদুদী সাহেবের উক্তি অনুযায়ী তলোয়ার চালানো হইল এবং ইহা যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিয়া দেখাইয়া দিল। এইজন্য মওদুদী সাহেব বলেন :—

"কেবলমাত্র চক্ষুই আবরনমুক্ত হইয়া সত্যের আলো দৃশ্যমান হইল না"

(ইহা কোন্ আবরন ? ইহা সম্বন্ধে কুরআন করীম বলে, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ('তাহাদের হৃদয় ও কর্ণের উপর আল্লাহ মোহর মারিয়া দিলেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে'—অনুবাদক) ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা ঈমান আনিবে না। سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون এখানে "ছাওয়ায়ুন আলাইহিম" ওয়ালাদের ছবি অংকন করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, যুলুম-নির্যাতনের আবরণ ছিন্ন হয় না। কিন্তু মওদুদী সাহেব বলেন, আল্লাহ্ কিছু জানেন না ; তিনি জানেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার ধারন করা হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আবরণ ছিন্ন হয় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার ধারণ করা হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা সঠিক কথা বলিতে ছিলেন ; কিন্তু যখন তলোয়ার ধারণ করা হইল তখন সকল আবরন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল)।

"পরন্তু তাহাদিগের ঘাড়ের সেই কঠোরতা এবং তাহাদিগের মস্তিস্কের অহংকারও রহিল না, যাহা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষকে উহার সম্মুখে নতি স্বীকারে বিরত রাখে। আরবের ন্যায় অন্য দেশগুলিও এত তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে এক চতুর্থাংশ পৃথিবী মুসলমান হইয়া পড়িল। ইহার কারণ ছিল যে, ইসলামের তলোয়ার হৃদয়ের উপরস্থিত সকল আবরন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল।"

(আল-জেহাদ ফিল ইসলাম, ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা)

রাসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্রকরণ-শক্তি ও দো'য়াই বিপ্লব ঘটাইয়া ছিল ঃ

ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ লিখা সম্ভব হইতে পারে। এই ঘোষণার এক একটি শব্দকে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি মুসলমান মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই ঘোষণার এক একটি শব্দকে চীনের চারি প্রদেশের অধিবাসী, যাহাদের সকলে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। ইসলামের কোন তলোয়ার ইন্দোনেশিয়ায় পৌছে নাই, না মালয়ে পৌছিয়াছিল, না চীনে পৌছিয়াছিল। তাহাদের এক একটি শিশু, তাহাদের এক একজন স্ত্রীলোক, তাহাদের এক একজন পুরুষ, তাহাদের এক একজন যুবক এবং তাহাদের এক একজন বৃদ্ধ মওদুদী সাহেবের এই ঘোষণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এবং ঘোষনা করিতেছে যে, খোদার কসম, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তলোয়ার নহে, তাঁহার (সাঃ) সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য, পবিত্র করণ শক্তি আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। বিপ্লব কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহা কোন্ জেহাদ ছিল, যাহার দরূন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান বিজয় লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল— ইহা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিপ্লব দোওয়ার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি (আঃ) বলেন ঃ

"আরবের বিয়াবানে এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জীবিত হইয়া গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলি খোদার রঙে রঙীন হইয়া গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হইল। যুবকদের কণ্ঠে খোদার তত্বজ্ঞান জারী হইল। পৃথিবীতে একবারই এইরূপ বিপ্লব ঘটিল। পূর্বে না কেহ ইহা দেখিয়াছে, না কেহ শুনিয়াছে। তোমরা কি জান, উহা কি ছিল? উহা একজন 'ফানা-ফিল্লাহ'র (যিনি আল্লাহতে বিলীন হইয়াছেন) অন্ধকার গভীর রাত্রির দো'আইতো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক শোর সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং ঐ অদ্ভূত ঘটনা ঘটাইয়া দেখাইলেন, যাহা এই নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল"। (বারাকাতুদ্-দো'য়া, পৃঃ ৭)

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের উপরোক্ত লিখার পাশা-পাশি মওদুদী সাহেবের লেখা পড়িয়া দেখুন। উভয় লিখার মধ্যে একটি পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উভয় লিখায় আসমান-জমীন পার্থক্য রহিয়াছে। এক দিকে সত্যের রুহ্ ও ইসলামের রুহ্ কথা বলিতেছে, যাহা হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র হৃদয়ের উপর বিকশিত হইয়াছে এবং পবিত্র বাণীর আকারে তাঁহার (আঃ) পবিত্র কণ্ঠে জারী হইয়াছে। ইহা ঐ আওয়াজ, যাহা আমাদিগকে ইসলামের বিজয়ের শক্তির উৎসের পথ দেখাইয়াছে এবং আমাদের আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে।

ইহা এই অনাদি অনন্ত সত্যের সহিত আমাদিগকে নিবিড়ভাবে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিজয় ও শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের রহস্য তাঁহার (সাঃ) পবিত্রকরণ শক্তির মধ্যে নিহিত ছিল যাহা মঞ্জুরীপ্রাপ্ত দো'য়ার আকারে মেঘ-মালা হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিরুদ্ধাচরণের যে আগুন আরবের মরুভূমিতে জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, উক্ত মেঘ-মালা এই আগুনকে শীতল করিয়া দিয়াছিল এবং জল-স্থলকে সিঞ্চিত করিয়াছিল এবং এইরূপ জীবন-বারী বর্ষণ করিয়াছিল, যাহা ধূসর মরুভূমিকে শ্যামল এবং বিরানভূমিকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়া দিয়াছিল এবং মৃত জমীনকে জীবিত করিয়া দিয়াছিল।

মওদুদীবাদের অদ্ভুত অভিব্যক্তিঃ

সুতরাং একদিকে রহিয়াছে এই সত্যের রুহ্ ও ইসলামের রুহের আওয়াজ এবং অন্যদিকে মওদুদীবাদের রুহ্। ইহা মওদুদী সাহেবের ভাষায় কথা বলিতেছে এবং ইহা জুলুম-নির্যাতনের এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি। ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের পর তাঁহার সারা জীবনের পরিশ্রমের নির্যাস তিনি এই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন, ...কিন্তু ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার..... .. "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" এই আওয়াজ কি নবুওয়াতের মেজাজ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল ব্যক্তির আওয়াজ হইতে পারে? না, না, ইহাকে নবুওয়াতের মেজাজ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল বলিও না। ইহাতো ইসলামের দুশমনদের মেজাজের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এক ও অভিন্ন আওয়াজ। ইহাতো ঐ আওয়াজ, যাহা মেজর আস্‌বারনের রক্তে ক্রোধাগ্নিরূপে ছুটাছুটি করিতেছিল। ইহাতো ঐ প্রবহমান কলুষিত অগ্নি যাহা, ইসলামের হাজার হাজার দুশমনকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস্ সাল্লামের বিরুদ্ধে হিংসার অনলে দগ্ধ করিতেছিল। এই লেখা (অর্থাৎ মওদুদী সাহেবের উপরোক্ত লেখা—অনুবাদক) পড়িলে আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়, আমার দেহ-মনে আগুন লাগিয়া যায়। ইহা লেখা নয়। ইহাতো নির্দয় পাথর। ইহা ভাষা নয়। ইহতো নিষ্ঠুর এক তীক্ষ্ণ-ধার ছুরি, যাহা সকল রসূল-প্রেমিকের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। ইহা ঐ ছুরি, যাহার আঘাত অত্যন্ত গভীর ও মর্মবিদারী। আমরা কি নবুওয়াতের মেজাজ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল ব্যক্তির আওয়াজ শুনিতেছি? না, না, ইহাতো মেজর আস্‌বারন এবং পাদ্রী ইমাদউদ্দিনের আওয়াজ, যাহা মুসলমানদের হৃদয়কে রক্তাক্ত করে। খোদার খাতিরে ইহাকে ইসলামের রুহ্ বলিও না। ইহাকে মওদুদীবাদের রুহ্ বল। অভিসম্পাত তাহার উপর, যে নাকি এই আওয়াজকে ইসলামের রুহ্ বলে। কোথায় হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের ইসলামের বিজয়ের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ধারণা এবং জেহাদের ধারণা, আর কোথায় এই বেশ পরিবর্ত্তিত ও লক্ষ আবরনে আচ্ছাদিত কথা ও লেখা, যাহা এত আবরনের মধ্যে থাকিয়াও নিজ হলাহলকে

গোপন করতে পারে না। তাঁহার (অর্থাৎ মওদুদী সাহেবের—অনুবাদক) ছুরি এই সকল আবারনকেও ছিন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত হানিতেছে।

মওদুদীবাদের জেহাদের ধারণার সহিত ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই ঃ

সুতরাং এই সকল কথা হইল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের সবচাইতে অধিক ভয়ংকর মিথ্যা অপবাদ। আমরা কিভাবে জেহাদের এই ধারণাকে স্বীকার করিয়া নিতে পারি? ইহাতো বিলুপ্ত ও রহিত হওয়ার যোগ্য। আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও এই ধারনাকে আরোপ করা যায় না। আমরা ইহাকে কোন অবস্থাতেই মানিয়া নিতে প্রস্তুত নই। সুতরাং এই সকল আলেমের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে এক অদ্ভুত ধরণের কম্পন আরম্ভ হইয়া যায়। ইসলামের রুহ্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন এই সকল লোক হইল ইসলামের নামে খোদার পবিত্র বান্দাগণের উপর জালেমানা হামলাকারী। ইহারা হামলা করার সময় সময়ের আওয়াজ পরিবর্তন করিতে থাকে এবং কোনরূপ ভীত হয় না যে তাহারা কি করিতেছে, তাহাদের বক্তব্য কি ও আমল কি!

যখন কখনো মুসলিম জাহানের উপর বিপদের সময় আসিয়াছে তখন কাহারা ইসলামের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া বুক পাতিয়া দিয়াছে? এবং ইসলামের দুঃখকে নিজেদের বুকে টানিয়া লইয়াছে? তাহারা কি আহমদী মুসলমান, না এই সকল আলেম, যাহারা সাদা সিধা মুসলমানদিগকে সদাসর্বদা বোকা বানাইয়া আসিতেছে এবং আজও বোকা বানাইতেছে? ইহা হইল বর্তমান বিষয় বস্তুর অবশিষ্ট অংশ।

যেহেতু সময় খুব বেশী হইয়া গিয়াছে, সেহেতু বর্তমান বিষয়-বস্তুর উক্ত অবশিষ্টাংশের উপর আমি, ইনশাল্লাহতায়ালা পরবর্তী খোৎবায় আলোকপাত করিব।

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালতে তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)

অনুবাদ : **নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নতুন ন্যাশনাল আমীর

মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাঃ আঃ আঃ দীর্ঘদিন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী আছেন। তাঁহার বয়স বর্তমানে ৮৬ বৎসর। এমতাবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ নিযুক্ত করিয়াছেন। নব নিযুক্ত আমীর সাহেব গত ২২শে জুন, ৮৭ইং দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জামাতের সকল ভাই বোনদের কাছে নিবেদন এই যে আপনারা শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন আমীর সাহেবের কর্মক্ষম ও সুস্থ দীর্ঘজীবনের জন্য দোয়া করিবেন এবং সাথে সাথে নব-নিযুক্ত সম্মানীয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কার্যাবলীর সার্বিক সফলতার জন্যও দোওয়া করিবেন। যাহাতে তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া জামাতকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করিতে পারেন, সেজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই দোওয়া করা কর্তব্য।

মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ—

তিনি ১৯১৭ সালের ১লা মার্চ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তারুয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যায়ন কালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নামজাদা এডভোকেট মরহুম জনাব গোলাম সামদানী খাদেম সাহেবের তবলীগে ১৯৩৪ আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

তিনি কৃষি-বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভের পর সরকারের কৃষি বিভাগের বিভিন্ন উচ্চতর পদে কৃতিত্বের সহিত ৩৩ বৎসর কাজ করিয়া সব শেষে ১৯৭৬ইং সালে অতিরিক্ত কৃষি পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন সুলেখক। 'কৃষিকথা' নামক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বহুদিন কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। রেডিও বাংলাদেশের "দেশ আমার মাটি আমার" অনুষ্ঠানে তিনি আলী ভাইয়ের ভূমিকা নিয়া বাংলার কৃষক-কূলের কতই না উপকার করিয়াছেন। বাংলাদেশ বেতার হইতে তাঁহার সহস্রাধিক কথিকা প্রচারিত হইয়াছে। এই কথিকাগুলিতে সমাজ, ধর্ম্ম, দেশ ও জাতিকে নিয়া তিনি মানবহিতৈষী ও কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা মূলক তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার নয়টি বই প্রকাশিত হইয়াছে, আরো ছয়টি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তাঁহার সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেন।

আহমদী হিসাবে তিনি বিভিন্ন ভাবে জামাতের খেদমত করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানে 'আহমদী' মাসিক পত্রিকাটিকে টিকাইয়া রাখার ব্যাপারে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের সাথে তিনিও বিশেষ উদ্দ্যোগ নিয়া 'আহমদীর' নবপর্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৯৫০ সনে। সেই হইতে আল্লাহর ফজলে আজও 'আহমদী' পত্রিকাটি চালু রহিয়াছে। তিনি 'হযরত মোসলেহ মওউদ' পুস্তকটির

রচনা করেন। তিনি ১৯৫০ হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তদানীন্ত পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারে সেক্রেটারী হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। উল্লখ্য, তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন আমীর মোহতারম খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের (রহঃ) জামাতা। আহমদীয়াতের খেদমত করার চিন্তা তাঁহার মন ও মস্তিষ্ককে সর্বদা পূর্ণ করিয়া রাখে কাঁধে একটা বই ভরা ব্যাগ ঝুলাইয়া প্রচার কাজে রত থাকাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন।

মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ, ১৯০১ সনে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জিলায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ধার্মিক উকিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্মানুরাগী। সাধু-সঙ্গ তিনি খুবই ভালবাসিতেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভের পর তিনি বাঁকুড়া সিভিল কোর্টে চাকুরী জীবন শুরু করেন এবং বহু পড়াশুনার পর ১৯৩৪ সনে তিনি আহমদীয়াত কবুল করেন। সেই অবধি আহমদী জামাতের খেদমতের নেশা তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসে। দেশ বিভাগের পর প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তানে জজকোর্টের সেরেসতাদার হিসাবে প্রায় ৯ বৎসর চাকুরীর পর কুমিল্লা হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনেই তিনি জামাতের একজন অতি বিচক্ষণ, ধীরস্থির, জ্ঞান-দীপ্ত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সকল মহলে প্রচারের কাজকে তিনি খুবই উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। তার পুরস্কার স্বরূপ ১৯৪৯ সালে তিনি প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ১৯৫৫ সন পর্যন্ত এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। পুণরায় তিনি ১৯৬২ সাল হইতে প্রাদেশিক আমীরের পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ১৯৮৭ সালের ২২শে জুন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এই সুদীর্ঘ কাল আমীর হিসাবে বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করা সত্বেও তিনি আহমদীয়া জামাতের একজন সুদক্ষ লিখক হিসাবে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া বাংলাদেশের আহমদীদের তবলীগ ও তালীম-তরবীয়তের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা তাঁহার স্মৃতিকে অম্লান রাখিবে। তিনি সদর মুরুব্বী মৌলবী আবদুল আজীজ সাদেক সাহেবকে সাহায্যকারী হিসাবে লইয়া 'কুরআন শরীফের' বাংলা তরজমার কাজ পুরাপুরি সম্পাদন করিয়াছেন। এই কাজ, ইনশাআল্লাহ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আল্লাহ্ তাঁহার সমস্ত খেদমত কবুল করুন, এবং আশু আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু দানে অধিকতর দ্বীনি খেদমত সাধনের তওফিক দিন। আমীন!

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সম্মানে আয়োজিত বিদায়ী ও স্বাগত সম্বর্ধনা সভা

২৫শে জুন ৮৭ইং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও ঢাকা আঃ আঃ-এর মজলিসে আমেলার পক্ষ থেকে ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের সম্মানে বিদায়ী সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে স্বাগত জানানো হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী)। অতঃপর মোকাররম মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েবে আমীর ২ ও আমীর ঢাকা আঃ আঃ) ইংরেজীতে একটি মানপত্র পেশ করেন, যাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। উহার পর বিদায়ী ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বিদায়ী ন্যাশনাল আমীর সাহেবের আমীর হিসাবে ৩১ বৎসর এবং ১৯৩৪ সাল থেকে অন্যান্য পদমর্যাদায় তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন গুণাবলী ও দ্বীনি খেদমত উল্লেখপূর্বক সকলকে ভ্রাতৃত্ব ও একতা এবং জামাতী কাজকে দৃঢ়তা ও দো'য়ার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব ৮৬ বৎসরের একজন অতি বয়ঃবৃদ্ধ বুজুর্গ। তিনি দীর্ঘকাল যাবত প্রায়শঃ অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন। সকল জামাত তাঁর আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য দো'আ করবেন।

সভাপতির ভাষণ ও ইজতেমায়ী দো'আর পর, বিদায়ী ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমীপে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তোহ্ফা (উপহার) পেশ করা হয়।

Farewell Adress

ON THE EVE OF FAREWELL TO MOULVI MUHAMMAD SAHEB, NATIONAL AMEER BANGLADESH ANJUMAN-E-AHMADIYYA

Mokarram Ameer Saheb, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Today our hearts are filled with a mixed sense of deep sorrow as well as joy. We are overwhelmed with grief and sorrow because we have to bid farewell to you and at the same time we are happy as we feel proud when we glance through the long period of over three decades, i.e. from 1949 to 1955 and from 1962 to 1987, during

which you have had the golden opportunity to serve the great cause of Islam and Ahmadiyyat in this part of the globe, formerly East Pakistan and then Bangladesh, as Provincial/ National Ameer with profound sincerity, dedication and devotion. We are deeply encouraged by your ennobling association, high sense of integrity and excellent leadership. May Allah reward you enormously in this world and in the hereafter.

Mokarram Janab,

As per direction of Hazrat Aqdas Ameerul Momeneen you have handed over the charge of the Jamaat on 22.6.87.

While we bid farewell to your goodself we assure you that we would never forget your contributions to the Jamat in various directions since the day you came into the fold of Ahmadiyyat in 1934 and as Provincial and National Ameer of the Jamat for 31 years as an organiser, as a prolific writer and excellent orator, as a Bujurg of high qualities of head and heart. You have served the Jamat in such a way that it will, Inshallah remain indelibly record in the history of the Ahmadiyya Movement in this part of the globe. By the grace of Allah it goes to yonr credit that in literary side you have rendered immeasurable services in the translation work of the books of Hazrat Masih Mawood (ASM), in writting a number of Islamic books for the Bengali readers and even in your old age you have kept yourself deeply engaged in completing the translation work of the Holy Quran in addition to the multifarious duties and responsibilities connected with Imarat. May Allah enable us to drive benefits from your good deeds (Ameen !).

Mohtaram BuJurg,

With heavy heart and deep feelings we bid farewell to your kindself with fervent request to remember us in your prayers more than ever before. Because today the Ahmadiyya Jamaat all over the world including Bangladesh is passing through very important Phase in its history since the misguided fanatical groups have been trying to muster all their collective resources against the ever-growing influence and preaching success of the Ahmadiyya Jamat throughout the world. In the field of arguments on the basis of Holy Quran and Ahadis and Divine signs and manifestations the opponent groups have miserably failed everywhere in spritually contesting the Ahmadis and finding no other way out the fanatic groups have intensified oppression and persecution. Today the evil forces are trying to inflict the greatest harm to this peace-loving Ahmadiyya Community, but with the help of Divine mercy and Divine signs the ultimate victory will be the victory of truth, victory of Islam and Ahmadiyyat. Now we are passing through tremendous trials and tribulations and as such we call upon your goodself to kindly pray to Almighty Allah so that the tide of oppression and persecution end immediately and the Jamaat continues to make ever increasing progress in all spheres.

Beloved Brother,

Kindly accept our deep love and affection and please forgive us for our faults and weaknessess. May we mention here that Hazrat Aqdas Ameerul momeneen Khalifatul Masih Rabe (Ai) has conveyed his deep feeling of love and affection and drawing attention of all the members of the Jamaat to the great services

rendered by your goodself and to show profound respect and honour. We are here to assure you that as members of a solely dedicated spiritul organisation, we are spiritually tide together in a deep bondage of universal brotherhood, unity and obedience to the organisation and we only solicit your heartfelt prayers and with that we would be surely able to encounter all trials and tribulations with fortitude and forbearance (insha Allah). With the same spirit of brotherhood, unity and obedience we welcome our new National Ameer Mokarram Mohammad Mustafa Ali Saheb and assure him our obedience, co-operation and humble prayers in his favour. May Almighty Allah empower him to guide the Jamaat in the right direction and to fulfil the expectations of our beloved Imam (Ai). At the same time we request him to pray for us because we believe that he is in the good sight of the Khalifa-e-Waqt and his prayers would be accepted.

We also pray to Almighty Allah for your early recovery from illness and peaceful days in future.

Wassalam.

Yours in Islam,

Members of the Majlis-e-Amela of
Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya
& Majlis-e Amela of
Dhaka Anjuman-e-Ahmadiyya.
Dated : 25 June, 1987.

নবনিযুক্ত মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে তারবার্তায় হুযুর আকদাসের পবিত্র বাণী

আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমেদ (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোকাররম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের নিকট ২৭-৬-৮৭ তারিখে একটি তার বার্তায় নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন।

ZCZC ADQ765 LMD8882 PEGO457 P46 8517 DHAK
BJDA CO GBLM 042
LONDON/LM 2 27 1417

Muhammad Mustafa Ali
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka.

Hope by Allah's grace you will be successful in every respect and will try to bring unity and harmony in Jamaat as Amir. This is your biggest mission. Allah bless you.

Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih Rabe

বঙ্গানুবাদ ঃ

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
৪ নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা।

আশা করি আল্লাহ্‌র ফযলে জামাতের সমস্ত কর্মকাণ্ডে আপনি সফলকাম হবেন ; আমীর হিসেবে জামাতের মধ্যে একতা ও শৃংখলা আনয়ন করতে সক্ষম হবেন। এটাই আপনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে আশীষমণ্ডিত করুন।

(হযরত) মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

সাবেক ন্যাশনাল আমীর (বাঃ আঃ আঃ)
মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের বিদায়
উপলক্ষ্যে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা এমাউল্লাহর যৌথ উদ্যোগে সাবেক ন্যাশনাল আমীর (বাঃ আঃ আঃ) মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের বিদায় উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ২৮শে জুন '৮৭ দারুত তবলীগ হল রুমে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর থেকে আগত মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, নায়েব ইসলাহ ও ইরশাদ (রাবওয়া)।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বিদায়ী আমীর মোহতারাম মৌলভী মুহাম্মাদ সাহেবের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, মজলিসে আনসারুল্লাহ ও লাজনা এমাউল্লাহর পক্ষ থেকে যথাক্রমে জনাব মুবাশ্বেরুর রহমান ও মোহতারম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব নাযেমে আ'লা (বাঃ মঃ আঃ), বিদায়ী আমীর সাহেবের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে অত্যন্ত স্মরণযোগ্য আলোকপাত করেন যথাক্রমে জনাব আবদুল হাদী সাহেব ন্যাশনাল কায়েদ (বাঃ মঃ খোঃ আঃ), মোহতারাম ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব, ডাঃ আহমদ আলী সাহেব (প্রেসিডেন্ট তারুয়া এবং শহীদুর রহমান সাহেব। এর পরে পরেই বিদায়ী আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব (অসুস্থতা বশতঃ তিনি নিজে সভাস্থলে উপস্থিত না হ'তে পারায় তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান সাহেব), নব নিযুক্ত আমীর মোহতারম মৌলভী মুহাম্মাদ মোস্তফা আলী সাহেব, বিদায়ী সদর মোবাল্লেগ মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং নব নিযুক্ত সদর মোবাল্লেগ মৌলভী সালেহ আহমদ সাহেবকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। অতঃপর বিদায়ী আমীর সাহেবের প্রতিনিধি মোহতরাম মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান সাহেব, নব নিযুক্ত আমীর মোহতারম মৌলভী মোস্তফা আলী সাহেব এবং বিদায়ী সদর মোবাল্লেগ মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

পরিশেষে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতারম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব অত্যন্ত জ্ঞানোদ্দীপক বক্তব্য রাখেন এবং দো'য়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সামান্য মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দর রূপে পরিচালনা করেন জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান, নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ। পঠিত মানপত্র সমূহ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া গেল।

(রিপোর্ট— বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল অহমদীয়া)

প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমীপে
বাংলাদেশ মজলিস-খোদ্দামুল আহমদীয়া এর
পক্ষ থেকে বিদায়াভিনন্দন

শ্রদ্ধেয় বিদায়ী ন্যাশনাল আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওবারাকাতুহু

গভীর দুঃখ এবং সুখের আবেশে আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে অদ্য আমরা আপনাকে বিদায়াভিনন্দন জানাতে এখানে সমবেশত হয়েছি। বৃদ্ধাত্বের স্থবিরতা জনিত কারণে অবসর গ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবু আপনার বিদায়ের বাণীতে আমরা বেদনানুভব করছি। পাশাপাশি আপনার বিশাল ও সুদীর্ঘ অনুপ্রেরণাদানকারী কর্মময় জীবন, যা সকলকে সর্বদা সফলতা দানে উৎসাহ যোগাবে, স্মরণে আমরা আনন্দে অভিভূত। ১৯৩৪ সালে এই জামাতের সদস্য হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ৫৪ বৎসর যাবৎ উৎসর্গ, ত্যাগ আর গভীর আন্তরিকতার আলোকে আপনি জামাতের বিভিন্ন দায়িত্বে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে ১৯৪১ হ'তে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর অতঃপর বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসাবে অত্র এলাকায় ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সেবা করার অপূর্ব সুযোগ, চমৎকার নেতৃত্ব, দৃঢ়চিত্ততার উচ্চপোলব্ধি, সহযোগিতার পরম বিন্যাস ইত্যাদি অনন্য অনন্য সাধারণ গুণসমূহের সার্থক অনুশীলনালো আপনার মধ্যে পরিপূর্ণাকারে বিকশিত, যা প্রকৃত খাদেমের জন্য পূর্ণ আলোকবর্তীকা স্বরূপ। ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে অসামান্য পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

হে সম্মানিত বুজুর্গ,

জামাতের বিভিন্ন দিকে আপনার বহু মুখী অবদান চির অম্লান। দক্ষ সংগঠক, অভিজ্ঞ লেখক, চৌকষ বক্তা ইত্যাদি বিবিন্ন মুখী মহৎগ্লানান্বিত ব্যক্তি হিসাবে জামাতের ইতিহাস আপনাকে গুরুত্বের সংগে স্মরণ করবে। বিশেষতঃ জামাতী বাংলা সাহিত্য কর্ম-কাণ্ডে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন বইয়ের বংগানুবাদ, ইসলামের আলোকে নিজ অভিজ্ঞতায় লেখা পবিত্র কুরআনের বংগানুবাদ ও তফসীর ইত্যাদি নানা বিবয়ে আপনার দায়িত্ব পূর্ণ অবদানের প্রশংসা অবর্ণনীয়। আজ আমরা গভীর অনুভূতি দিয়ে আপনাকে আন্তরিক সালাম জানাচ্ছি। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জামাতে আহমদীয়া আজ তার ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। পথভ্রষ্ট ও উম্মত্ত গোষ্ঠী আজ ব্যাপক বেপরোয়া আচরণ দ্বারা জামাতের উন্নতির স্বাভাবিক গতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করার লক্ষে সর্বদা সচেষ্ট। তারা কঠোর যন্ত্রনা ও চরম নিষ্ঠুতা দ্বারা বিভিন্ন স্থানের শান্তিপ্রিয় আহমদী ভাই-বোনদের উপর মারাত্মক নির্যাতন চালাচ্ছে। তথাপি জামাত উন্নতির দিকে অধিকতর দ্রুত গতিতে ধাবমান। জামাত তথা ইসলামের বিজয়ের লক্ষে আপনার আকুতিভরা খাস দোয়া আমাদের একান্ত কাম্য।

হে বিজয়ী বীর সৈনিক,

আপনি আমাদের গভীর ভালবাসা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। আমাদের যাবতীয় ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। আপনার মহৎ কাজের জন্য জামাত গভীর শ্রদ্ধাসহ সম্মান প্রদর্শন করতঃ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। আধ্যাত্মিকভাবে জামাতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যসহ ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, যার বাস্তব নজীর আপনি স্বয়ং। আর সেই সুকঠিন বাস্তবতার পরম পরাকাষ্ঠার আলোকে আপনার বিদায়লগ্নে জামাতের একজন প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিনিধি হিসাবে আপনার ঔরসজাত সন্তানকে আমরা পেয়েছি। সার্থক আপনার জীবন, ধন্য আপনি। আমরা আপনার আন্তরিক দোয়া প্রার্থনা করি যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে প্রকৃত সততা, ধৈর্য, ও পূর্ণ তাকওয়াশীলতা ধারণ করতে পারি। আমরা সর্বশক্তিমান রাব্বুল আল-আমীনের নিকট আপনার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শান্তিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ওয়াসসালাম, খাকসার, পক্ষে—

তারিখ : ২৮শে জুন ১৯৮৭ইং।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বিদায় সম্ভাষণ :

মোকাররম মোহতারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আজকে আপনার এই বিদায়লগ্নে দুঃখ ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতিতে আমরা আবেগ বিহ্বল। আমাদের হৃদয় অতিশয় বেদনা ও দুঃখে পরিপূর্ণ, এই কারণে যে আজ আপনাকে বিদায় দিতে হচ্ছে, যখন দেখি আপনি দীর্ঘ তিন দশকের অধিক কাল অতি প্রয়োজনের সময়ে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের খেদমত ও সেবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন। ১৯৩৪ —'৫৫ এবং '৬২—'৮৭ এই দীর্ঘ ৩১ বৎসরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর এবং বাংলাদেশের ন্যাশন্যাল আমীর হিসাবে, তদুপরি ১৯৮১ সন হইতে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নায়েব সদর হিসাবে আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলী যথাযথ নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কুরবানীর সহিত সুচারুরূপে পালন করেছেন। আপনার গতিশীল নেতৃত্ব এবং অতি উচ্চমানের ভাবগম্ভীর সাহচর্যে আমরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। মহান আল্লাহতায়ালা আপনাকে এই মহৎ খেদমতের জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন।

মোকাররম জনাব,

আপনার এই বিদায় মূহুর্তে, একথা আমাদের মানসপটে চির অম্লান হয়ে রইবে যে, ১৯৩৪ সন থেকে আপনি আপনার সারাটি জীবন জামাতের বিভিন্নমুখী খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। একজন সুনেতা হিসাবে, বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তা হিসাবে আপনাকে আমরা পেয়েছিলাম। আপনার এই বার্ধক্য-জীবনেও বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদক হিসাবে যে অভাবনীয় দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত।

হে মোহতারম বুজুর্গ,

অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনার নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আজ আহ-মদীয়া জামাতের উপর বিশ্বব্যাপী সংকট পরিস্থিতির সহিত বাংলাদেশের জামাতের উপর যে কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছে, তাহাতে যেন আমরা ঈমান-উদ্দীপক ও দৃষ্টান্ত মূলক কুরবানী রাখতে পারি এই দোওয়া জারী রাখবেন।

আপনার লিখনীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন করীম ও হাদিসের যুক্তির আলোকে এবং ঐশ্বরিক নিদর্শনে বিরুদ্ধবাদীগণ প্রতিটী ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আহমদীগণের ঈমান উদ্দীপক কুরবানীর নিকট অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীগণের যে কোন অশুভ শক্তির মোকাবিলায় আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনের অনুপ্রেরণা আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

প্রিয় ভ্রাতা,

সুদীর্ঘ সময়ে আপনার সহিত কাজ কর্মে-আমাদের যে সকল ত্রুটি আপনার সকাশে ধরা পড়েছে বা পড়ে নাই, তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন। আমরা আপনার বিদায়ে যেমন ব্যথিত, আরেক দিকে নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর হিসাবে মোকাররম মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত। এই বিদায়লগ্নে আপনি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহতায়ালা আপনার বাকী জীবনকে শান্তিময় ও আশীষ মণ্ডিত করুন। (আমীন!)।

আমরা আপনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর পক্ষে—খাকসার

ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী

নায়েমে আলা

২৮শে জুন ১৯৮৭ইং

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিদায় সম্ভাসনটি উর্দ্দু ভাষায় ছিল। পরবর্তীতে উহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবে ইনশাআল্লাহ্।

সন্তান তওল্লাদ

(১) বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব খালেদুর রহমান ভুঁইয়া সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা গত ১৮ই মে, ১৯৮৭ইং তারিখে এক পুত্র সন্তান দান করেন। আলহামদুলিল্লহ!

(২) তারুয়া নিবাসী জনাব খালেদ বিন কাশেম সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা গত ২৩শে জুন তারিখে এক পুত্র সন্তান দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই সন্তানদিগকে নেক, দীর্ঘজীবি ও খাদেমে-দীন বানান এবং নবজাতক ও তাদের মাতাগণকে সুস্থ রাখেন, তজ্জন্য আহবাবে জামাতের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত জানানো হচ্ছে।

খেলাফত দিবস উদযাপিত

ঢাকা ঃ

বিগত ১৯-৬-১৯৮৭ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুম্‌য়া মরকযের মেহমানদের উপস্থিতিতে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দারুত তবলীগ মসজিদে 'খেলাফত দিবস' উদযাপন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন জনাব ভিজির আলী সাহেব, নায়েব আমীর-১ বাঃ আঃ আঃ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সদর মুরুব্বী বাঃ আঃ আঃ। নযম পাঠ করেন জনাব মাযহারুল হক সাহেব। সদর হইতে আগত সদর মুরুব্বী জনাব মৌলানা বশির উদ্দিন আহমদ সাহেব খেলাফতের বরকত-এর উপর ঈমান-উদ্দীপক নাতীদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী বাঃ আঃ আঃ খেলাফতের তাৎপর্য ও ইহার প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। অতঃপর জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, আমীর ঢাকা আঃ আঃ খেলাফতের নেজাম ও উহার আনুগত্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি জনাব ভিজির আলী সাহেব সভাপতির ভাষণ দান করেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভার অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত জুম্‌য়ার খোৎবা প্রদান কালে মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, নায়েব ইসলাহ ও ইরশাদ খেলাফতের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খোৎবা প্রদান করেন।

—এন, এন, মোহাম্মদ সালেক

নারায়ণগঞ্জ ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৭শে মে, ১৯৮৭ইং রোজ বুধবার বাদ নামায আসর নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে সাফল্যের সহিত খেলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের আহমদ সাহেব, মোতামাদ মঃ খো আঃ, নারায়ণগঞ্জ, নযম পাঠ করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন অহমদ সাহেব, প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মনির উদ্দিন আহমদ সাহেব। অতঃপর কুরআন শরীফ ও সহি হাদীসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত—আলা মিনহাজেন নবুয়ত" পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই মহান দিবসের উপর মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন মৌলভী আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব আবুল খায়ের সাহেব। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

খাকছার—মঈন উদ্দিন আহমদ

নাসেরাবাদ ঃ

২৭শে মে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মজলিসে আনসারুল্লাহর জয়ীমে আলা জনাব মোঃ হারেজ উদ্দিন সাহেব।

অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলাম

ও মোহাম্মদ জহির উদ্দিন সাহেব। খেলাফতের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বক্তৃতা করেন জনাব মোঃ শওকত আলী সাহেব। (প্রেসিডেন্ট নাসেরাবাদ আঃ আঃ)। খেলাফতের আশিষ ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান সাহেব (জেলা কায়েদ, কুষ্টিয়া ও যশোহর)। তারপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জহির উদ্দিন সাহেব (প্রাক্তন কায়েদ) ও বাংলাদেশ মজলিসে নাজেম উমুরে তোলাবা জনাব মামুন-অর রশিদ সাহেব। অতঃপর বক্তৃতা রাখেন সভাপতি সাহেব ও ইজতেমায়ী দোওয়া পরিচালনা করেন জনাব মোঃ শওকত আলী সাহেব (প্রেসিডেন্ট নাসেরাবাদ আঃ আঃ)। খাকসার—মোঃ মজিবর রহমান

পত্রিকায় স্থানাভাবে অন্যান্য জামাতে খেলাফত দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার প্রতিবেদন সমূহ প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না বলে আমরা দুঃখিত।

দুইজন কৃতি ছাত্রের সাফল্য

১। সাইদ আহমদ (শামীম) পিতা জনাব লোকমান আলী, বাঘা উপজেলা (আড়ানী) অবস্থিত এম, এম, হাই স্কুল হইতে ৮ম শ্রেণীর ১৯৮৬ সালের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ!

২। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম সাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ সামস্ বিন তারিক বিশ্ব রেড ক্রশ দিবস উপলক্ষে রাজশাহীতে আয়োজিত প্রশিক্ষণে ১৪টি স্কুল থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গত ৮ই মে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে সে প্রথম পুরস্কার গ্রহন করে।

উক্ত দুইজন আতফালের আরও সাফল্য ও রুহানী উন্নতির জন্য সকল আহমদী ভ্রাতার নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। খাকছার—মাহমুদুল হাসান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে-শুরা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফযল ও করমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসে-শুরা অসাধারণ সফলতার সহিত সুসম্পন্ন হয়েছে; আলহাদুলিল্লাহ!

সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ রূহানী পরিবেশে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে গত ২৬শে জুন ১৯৮৭ বাদ জুম্‌আ' বিকাল ৩-৩০ মিঃ-এ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোওয়ার মাধ্যমে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে শুরার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৬শে হইতে ২৮শে জুন যিকরে ইলাহী ও দো'য়ায় ভরপুর এই শুরায় মোট ৪ (চার) টি অধিবেশন ছিল। শুরার প্রথম অধিবেশনে গঠিত তিনটি সাব কমিটি (ক) সাধারণ বিষয়ক, (খ) ইসলাহ-ইরশাদ বিষয়ক ও (গ) অর্থ বিষয়ক—এর সুপারিশ সমূহ পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শুরায় গৃহীত আশিষমণ্ডিত এই সকল কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিস্তৃতি দানে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন অসাধারণ সফলতা দান করেন, তজ্জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার দরখাস্ত জানানো যাচ্ছে।

(আহমদী রিপোর্ট)

জুম্‌য়ার খোৎবা

(সারসংক্ষেপ)

সৈয়্যাদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩রা এপ্রিল ১৯৮৭ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা তওবার

قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم.....

২৪ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন যে, বিগত খোৎবায় আমি সূরা আলে ইমরাণের قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله - ৩২নং আয়াতের বিষয়-বস্তুর কিছু অংশের উপর আলোকপাত করেছিলাম এবং আজ এ আয়াতটির আলোকে সে বিষয়বস্তুর অন্যান্য অংশের উপর আলোক-পাত করবো।

হুযূর বলেন, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মহব্বতের দাবীর ফলশ্রুতিতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পায়রবি ও অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হ'ল তখন প্রশ্ন উঠে যে, যুক্তি গতভাবে এতদ উভয়ের মধ্যে যোগ-সূত্র কি ? এই পায়রবি কিরূপে সাধিত হ'তে পারে ? কিভাবে পায়রবি করার তাকিদ করা হয়েছে এবং মহব্বত আদেশবলেও কি (সৃষ্টি) হতে পারে ?

হুযূর বলেন, এমনটি নয় বরং খোদাতা'লা বলছেন, আমার প্রতি যদি তোমাদের ভালবাসা থাকে, তা'হলে আমিও তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসার পরিচয় দিয়ে থাকি এবং আমার ভালবাসার বাহ্যিক প্রতিবিম্ব (অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত) মানুষের মধ্যেও নির্ধারণ করে থাকি। তোমরা যেভাবে বিশ্ব-জগতের সৌন্দর্য অবলোকন ক'রে (তাঁর) প্রেমিকে পরিণত হ'তে থাক, তেমনিভাবে আমি তোমাদের এমন এক অস্তিত্বের সন্ধান দিচ্ছি, যিনি আমার ভালবাসার ফলশ্রুতিতে পরিমার্জিত ও সুশোভিত হয়েছেন। আমার প্রতি ভালবাসার ফলশ্রুতিতে তাঁর মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি তাকাও এবং তাঁর আশিক ও প্রেমিক হয়ে যাও এবং প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ কর। এই বিষয়-বস্তুটি উক্ত আয়াতে অন্তর্নিহিত রয়েছে, এবং অন্যান্য আয়াতে উহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, জওয়াব এই দিয়েছেন যে, তোমরা যদি আমার সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হ'তে অভিলাসী হয়ে থাক, তা'হলে ভাল কথা, কিন্তু যাকে আমিও

ভালবেসেছি, আমার এমন কোন প্রকৃত আশিক ও সত্যকার প্রেমিক (কিরূপ হয় ? সে) সম্বন্ধে যেহেতু তোমরা অবগত নও, তাই যাকে আমি ভালবেসেছি (তাঁর পরিচয় লাভ করে) তাঁকে তোমরা যদি অনুসরণ ও অনুকরণ কর, তাহ'লে অনিবার্য-ভাবে আমি তোমাদেরকে ভালবাসতে শুরু করবো। অতএব খোদাতায়ালার মহব্বত লাভ করার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যকীয়। অন্যথায়, খোদাতায়ালার সহিত তোমাদের প্রেম মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে এবং তোমরা (পরিণামে) 'ফাসেক' (অবাধ্য ও পাপাচারী) হয়ে পড়বে। এর কারণ হলো হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মূহুর্তই খোদাতায়ালার আজ্ঞানুবর্তিতায় অতিবাহিত হয়েছে। এতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ছিল না। খোদাতায়ালার সন্তুষ্টির আওতাবহির্ভূত প্রতিটি আমলই ফিস্‌ক (অবাধ্যতা ও পাপাচারিতা) হিসাবে সাব্যস্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে হুযূর আরও বলেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা কোন আদেশ ও জবরদস্তির কারণে নয়, বরং বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র হওয়ার কারণেই খোদাতায়ালা তাঁকে (ভালবাসর পাত্র হিসাবে) চিহ্নিত করে দিয়েছেন। অতএব, তিনি যে তাঁকে ভালবাসেন এর চেয়ে বড় তার আর কি প্রমাণ চাই ? যদি কেউ অধিক সুন্দর হয়, তাহ'লে তার চাইতে নিম্নমানের সুন্দর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার কম সম্ভাবনাই থাকে। যত বেশী কেউ সুন্দর হবে, তত বেশী তার সৌন্দর্যের মাপকাঠিও উচ্চতর হ'তে থাকবে। অতএব, হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সৌন্দর্যের সব চাইতে বড় প্রমাণ এই আয়াতটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই বলে যে, তিনি এত অনিন্দ্য সুন্দর যে আমি তাকে ভালবাসি এবং এত ভালবাসি যে, তোমরা যদি তাঁর পায়রবি ও অনুবর্তিতা কর, তা'হলে আমি তোমাদেরকেও ভালবাসতে আরম্ভ করবো। অতএব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। এই সৌন্দর্যের সবিস্তারে আলোচনা এবং এই উপলক্ষে সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'তে থাকা উচিত, যাতে ছোট-বড় সকলে এর সহিত পরিচিত হতে পারে।

হুযূর বলেন, সেজন্য আমি বিগত বৎসর (জামাতে) এই তাহরীক সম্বন্ধে ঘোষণা করেছিলাম যে, আমরা গালবা-এ-ইসলাম-এর শতাব্দীর যত নিকটবর্তী হয়ে চলেছি, ততবেশী সিরাতুন্‌নবী (সাঃ)-এর বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে বিপুলভাবে সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, যাতে উক্ত শতাব্দীতে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁর রসূল প্রেমিকদের এক কাফিলার অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন যেন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শুধু অন্তঃসারশুন্য না'রা ও শ্লোগান উত্থাপনরত প্রাণ-হীন লোকদের সমাগম না হয়, বরং এরূপ লোকজন হয় যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌তায়ালার এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে ভরপুর হয় এবং সেই প্রেম যেন তাদের ধমনীতে ছুটাছুটি করতে থাকে। এই পাথেয় ব্যতিরেকে আপনারা

আসন্ন শতাব্দীর বংশধরদের জীবনে কোন বড় ধরণের পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারবেন না। অতএব, আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবার পূর্বেই আমাদের উচিত আমরা যেন ঐ (মুহাম্মাদী) সৌন্দর্যের দ্বারা নিজেরা সুসজ্জিত হ'তে সচেষ্ট হই।

হুযূর (আইঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পায়রবী সম্পর্কিত দ্বিতীয় দিকটি বর্ণনা ক'রে বলেন যে, খোদাতায়ালা স্বয়ং হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর পায়রবী ও অনুকরণ শিখিয়েছেন এবং তাঁকে নিজের রঙ পরিয়েছেন। এমনি ধারায় তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে আমাদের নাগালে এনে দিয়েছেন। অতএব, খোদাতায়ালার প্রেম যেহেতু তাঁর কাছ থেকেই শিখা যায়, যাকে তিনি নিজের প্রেম শিক্ষা দিয়েছেন, সেহেতু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও অনুসরণ অপরিহার্য।

হুযুর (আইঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) এর পায়রবীর দ্বারা যে সকল পুরস্কার পাওয়া যায় সেগুলি কুরআন করীমের আলোকে সুবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলেন যে, তাঁর (সাঃ) পায়রবীর দ্বারা সালেহিয়াত, শাহাদত, সিদ্দিকিয়াত এবং অনুবর্তিতা ও প্রতিবিম্বনমূলক ('যিল্লি') নবুওয়াত লাভ হয়। বস্তুতঃ অনন্ত ও অগণিত পুরস্কারের দুয়ার সমূহ রয়েছে, যা একমাত্র মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম ও পায়রবী দ্বারাই সদা উন্মুক্ত হ'তে থাকে।

হুযুর (আইঃ) অত্র খোৎবায় 'জীবন ওয়াক্‌ফ' করার মহান তাহ্‌রীক সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। ইহাও মহব্বতের বিষয়বস্তুর সহিতই সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, মহব্বতের ফলশ্রুতিতেই মানুষ উপঢৌকন পেশ করে থাকে এবং প্রতিটি জিনিষ, যা খোদাতায়ালার পথে পেশ করা হয়, কুরআন করীম উহার সহিত আন্তরিকতা ও মহব্বতের শর্ত আরোপ করেছে, বরং নেকীর সজ্ঞাতে প্রীতিবৎ উপহারকে শর্তস্বরূপ নির্ধারণ করছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, "লানতানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন"—অর্থাৎ, 'তোমরা নেকীর ধুলি-কণারও নাগাল পেতে পার না যদি না তোমরা এই রহস্যটি সম্বন্ধে জ্ঞাত হও যে, তোমাদের নিকট যা অতি প্রিয় এবং ভালবাসার পাত্র, তা যেন তোমরা খোদাতায়ালার পথে বিলিয়ে দাও। নিজেদের প্রিয় জিনিসগুলিকে খোদাতায়ালার পথে পেশ করা শিখ। তবেই কিনা বলতে পারবে যে, 'হ্যাঁ! আমরা নেকীর মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করেছি'।

হুযুর বলেন, নবীদের একটি সুন্নত এই যে তাঁরা খোদার পথে সবকিছু বিলিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের সন্তানদেরও পেশ করে দিতেন এবং কারো কারো সন্তান জন্মও হতো না, তার পুর্বেই তাঁরা পেশ ক'রে দিতেন, (আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন)। কামেল নেক ব্যক্তিদেরও এই সুন্নত ছিল। নবীদের ব্যতীত, যেমন হযরত মরিয়মের (আঃ)-এর মা খোদাতায়ালার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানিয়েছিলেন :—

رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم

অর্থাৎ—হে আমার রাব্ব্‌! আমার গর্ভে আমি যা-ই ধারণ করেছি, তা অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত করে আমি তোমার উদ্দেশ্যে সমর্পন করছি; আমার পক্ষ থেকে (হে প্রভু!) তুমি তা কবুল কর।

এই দো'য়া খোদাতায়ালার এতই পছন্দ হলো যে, তিনি কুরআন করীমে ইহাকে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত করেছেন। তারপর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'য়া সমূহ তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে রয়েছে—এসবই কুরআন করীম সংরক্ষণ করেছে। কোন কোন স্থলে আপনারা প্রকাশ্য (আক্ষরিক) ভাবে 'ওয়াক্‌ফ' বা উৎসর্গের বিষয়বস্তুর তেমন কোন উল্লেখ দেখতে পাবেন না, যেমন কি-না এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—"মুহাররারান"—"হে খোদা! আমি আমার (গর্ভস্থ) এই শিশু সন্তানকে তোমার পথে 'ওয়াক্‌ফ' বা উৎসর্গ করছি।" কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনারা এরূপ দোওয়াও দেখতে পাবেন যে "হে খোদা! তুমি যে নেয়ামত আমাকে দান করেছ, তা আমার সন্তানদেরকেও দান কর এবং তাদের মধ্যেও সেই নেয়ামত জারী কর।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও এ ভাষাতেই দোওয়া করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তা'হলে (এতদ্বারা) যে পুরস্কার চাওয়া হচ্ছে তা হলো আল্লাহ্‌র পথে 'কামেল ওয়াক্‌ফ' (নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত করা)। 'কামেল ওয়াক্‌ফ' ব্যতিরেকে নবুওয়াত লাভ হতে পারে না। বস্তুতঃ সকল মানুষের মধ্যে পার্থিব স্বার্থ-সংশ্রব হ'তে বিমুক্ত অর্থাৎ 'মুহাররার' এবং খোদাতায়ালার দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত একমাত্র নবীরাই হয়ে থাকেন। অতএব, বাস্তব ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি যখন দো'য়া করে যে, আমার সন্তানদের মধ্যে, 'হে খোদা! তুমি নবুওয়াত জারী কর'; তখন সেই দো'য়ার প্রকৃত অর্থ এই যে, 'আমার সন্তানদেরকে সর্বদা আমারই ন্যায়, তোমার গোলাম, বরং তোমার গোলামদেরও গোলামে পরিণত করতে থাক। তোমার প্রীতি ও ভালবাসা, তোমার আনুগত্য ও অনুবর্তিতার দ্বারা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করতে থাক—এতই পুর্ণরূপে পরিবেষ্টিত কর যে, কোনও স্বাধীনতার ফাঁক না থাকে। 'মুহাররারান'-এর মোকাবিলায় দুনিয়া হ'তে স্বাধীন ও বিমুক্ত ক'রে তাকে (অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুকে) আমি তোমার নিকট সমর্পন করছি। আমার সন্তানকে তোমার দাসত্বের বেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করে নাও এবং তার জীবনের কোন একটি দিকও স্বাধীনাকারে থাকতে দিও না—ইহা 'ওয়াক্‌ফ'-এর আরো একটি উচ্চতর মোকাম ও মর্যাদা। মোট কথা, যা কিছু হাতে আছে, তাও খোদাতায়ালার পথে বিলিয়ে দেয়া এবং যা এখনও হাতে নেই, তাও পেশ করে দেয়ার আন্তরিক আকাঙ্খা জ্ঞাপন করা—ইহাও নবীগণ অথবা কামেল নেক (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তিদের রীতি এবং তাঁদের জীবনাদর্শের একটি দিক বটে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) চিল্লা পালন করেছিলেন। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে তিনি চল্লিশ দিন ব্যাপী আল্লাহর দরবারে

অহোরাত্রি কান্না-কাটি করেন যে "হে খোদা! আমাকে সন্তান দান কর এবং এরূপ সন্তান দান কর যারা তোমার গোলাম (অনুগত দাস) হয়, আমার পক্ষ থেকে তোমার সকাশে যেন তোহ্‌ফা (উপহার) স্বরূপ হয়।"

অতএব, আমি চিন্তা করলাম। সমগ্র জামাতকে যেন আমি এ বিষয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত করি যে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করার পূর্বে তারা যেখানে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এর দ্বারা রুহানী সন্তান তৈরীর জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে তারা যেন ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণকারী তাদের সন্তানদেরকে এখন থেকেই ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) ক'রে দেন এবং এই দো'য়া করেন যে 'হে খোদা! আমাদেরকে পুত্র-সন্তান দান কর, কিন্তু (পুত্র সন্তানের পরিবর্তে) তোমার অভিপ্রায়ে যদি কন্যা-সন্তান হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহ'লে আমাদের কন্যাই তোমার সমীপে পেশ করছি। "মা ফি বাত্‌নি" 'পুত্র বা কন্যা'—যা-ই গর্ভে ধৃত বা রক্ষিত আছে')—সে অনুযায়ী (আহমদী) মায়েরা দো'য়া করুন এবং মাতাপিতারাও ইব্রাহিমী দোওয়া করুন যে 'হে খোদা! তাদেরকে (সন্তানদেরকে) নিজের উদ্দেশ্যে বেছে নাও, নিজের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে নাও—তারা যেন একমাত্র তোমারই হয়ে থাকে। এমনি ধারায় আসন্ন শতাব্দীতে যেন সারা জগৎব্যাপী আহমদী শিশুদের এমন এক আজিমুশ্বান ফৌজ প্রবেশ করে, যারা হবে পার্থিব ঝামেলা ও আবিলতা মুক্ত ও স্বাধীন এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ) এবং তাঁর খোদার গোলাম—অনুগত দাস। এই সকল শিশুদেরকে আমরা যেন খোদাতায়ালার হুযুরে উপহার স্বরূপ পেশ করি। এর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কেননা আগামী একশত বৎসরে ইসলাম ধর্ম প্রতিটি অঞ্চলে সর্বত্র যে বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করা নির্ধারিত তার পরিপ্রেক্ষিতে তখন লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তরবিয়ত-প্রাপ্ত গোলামগণের প্রয়োজন হবে যারা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খোদার অনুগত দাস। বস্তুতঃ বিপুল সংখ্যক জীবন ওয়াক্‌ফকারীদের বিশেষ প্রয়োজন। এবং সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্য থেকে ওয়াক্‌ফকারীদের দরকার এবং প্রতিটি দেশ থেকে সমাজের প্রতি স্তর থেকে জীবন-ওয়াক্‌ফকারীদের প্রয়োজন। (অসমাপ্ত)

(রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক আনসারুল্লাহ'-এর মে '৮৭ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত)।

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইউনাইটেড চা মানেই ভাল চা

UNITED TEA COMPANY DHAKA

ইউনাইটেড টি কোঃ

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়

বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

৩০১, মুগদাপাড়া, দক্ষিণ ঢাকা-১৪

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন:

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন:—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার পক্ষে
আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা ১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor · A. H. Muhammad Ali Anwar.